স্নেহের টুকাই ও পিঙ্কি, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮

আশা করি তোরা ভালো আছিস।

আমাদের এই সেমিস্টারে অরগানিক কেমিস্ট্রি (জৈব রসায়ন) আছে । ক্লাস টুয়েলভে ভাবতাম এই বাজে জিনিসটা আর তো কোনদিন পড়তে হবে না , তখনকার মতো কোনরকমে মুখস্থ করে চালিয়ে দেব । এখন আবার পড়তে হচ্ছে।

অরগানিক কেমিস্ট্রির স্যার (নাকি সুরে কথা বলেন) সকাল সাড়ে আটটায় ক্লাসে এসে দুটো হাত বুকের কাছে রেখে প্রথমে হাসি হাসি মুখ করে Good Morning বলেন, আর দুহাতের আঙ্গুল গুলো জোড়া লাগান আর খুলে ফেলেন । সাড়ে আটটায় ক্লাসে যেতে হলে স্বাভাবিকভাবেই good morning শুনলে জোর বিরক্তি লাগবে ।

স্যার তারপর হাসি হাসি মুখ করে মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন (যেহেতু অত সকালে তখনো অনেকে ক্লাসে ঢোকেনি)। চেষ্টা করে দেখবি, অনেক লোকের সামনে জোর করে বেশিক্ষন হেসে থাকা বেশ কষ্টকর ব্যাপার । আমি একেবারেই পারি না (বিশেষ করে গত বছর থেকে)। স্যার ওটা কিভাবে করেন স্যারই জানেন। ছাত্র ছাত্রীরা দেরী করে আসবে বলে স্যার অপেক্ষা করেন, আর স্যার অপেক্ষা করবেন জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই দেরী করে আসে !!!
তারপরে তিনি ইলেভেন টুয়েলভের কেমিস্ট্রির সহজ জিনিসগুলো আবার পড়াতে শুরু করবেন (যেমন জলের গঠন কেমন , অ্যামোনিয়া কেন ক্ষার , এইসব) । একজন একবার বলেছিল এগুলো আমরা সবাই জানি , আপনি এবার অরগানিক কেমিস্ট্রি পড়ানো শুরু করুন । স্যার বললেন " আমার মনে হয় তুমি একাই এসব জানো , কই আর সবাইকে দেখে তো আমার সেরকম মনে হচ্ছে না। সবাই আমার ক্লাসে যেরকম চুপ করে থাকে, প্রতিক্রিয়া জানায় না , তারমানে তারা নিশ্চয়ই এসব কিচ্ছু জানে না ।" আর সবাই যে বিরক্ত হয়ে চুপ করে থাকে সেটা তিনি বোঝেন না ।

আবার একদিন বললেন, আগের বছর শেষের দিকে একদিনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া পড়িয়ে দিয়েছিলেন (মানে এখন সময় নষ্ট করবেন, দিয়ে পরীক্ষার আগে একদিনে সিলেবাস শেষ করে দেবেন , এই হচ্ছে স্যারের লক্ষ্য) ।

আবার কেউ ঘুমিয়ে গেলে তার কানের কাছে গিয়ে বলেন "This is not allowed" ।ক্লাসে কারোর হাতে মোবাইল দেখলে চোখ টোখ বন্ধ করে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলেন "This is not allowed" ।
মোটামুটি এই স্যারের কান্ডকারখানা দেখে সবাই বেশ মজা পায় (আমি হয়তো ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝিয়ে বলতে পারলাম না)।

একটা গল্পে পড়েছিলাম, একজন মেয়ে বলছে, কোন ছেলে তার সাথে কথা বলতে এলে যদি তার ভালো না লাগে, সে পড়াশোনার কথা বলতে শুরু করে। তখন যে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিল, সে শেষে অস্থির হয়ে থেমে যায়। আমি ভেবে দেখলাম যে আমি তোদের কারোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হলে কী বলব বুঝতে না পেরে শুধুই পড়ার কথা বলি । সেই জন্যই তোরা আমাকে এত এড়িয়ে যাস , তাই না ?

আমি একটা পড়া মনে রাখার পদ্ধতি বের করেছিলাম । অরগানিক কেমিস্ট্রি সহজে মনে থাকে না বলে এটা ক্লাস টুয়েলভে খুব কাজে লাগত । আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে আমি কীভাবে পড়া মনে রাখি , কিন্তু এটার কথা আমি কোনদিন কাউকে বলতে পারিনি। ব্যাপারটা এইরকম, মনে কর তোর কারোর সাথে কথা বলতে ভালো লাগে , কিন্তু প্রায় কোন যোগাযোগ নেই, কখনো দেখা হলেও কথা হয়ে ওঠেনা । এইরকম কারোর

সাথে যে কোন কিছু মনে মনে আলোচনা করলে মনে থেকে যাবে – সেটা পড়া, কবিতার লাইন, কবে কী হয়েছিল, যাই হোক না কেন। আমি এইভাবে কেমিস্ট্রি মনে রাখতাম (এখনো রাখি)। এসব কাউকে বলতে গেলেই অনেক অবান্তর প্রশ্ন উঠবে – তাই কাউকে বলিনি। তোদেরকে বললাম। (এখন whatsapp হয়ে গিয়ে কারোর সাথে অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার আনান্দটাই মাটি হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তো এসব কিছু ছিল না, তাই বেশ সুবিধা { নাকি অসুবিধা ?} হয়েছিল বলা যেতে পারে)
তবে এই পদ্ধতিটা সবার ক্ষেত্রে কাজ করবে কিনা জানি না। কারোর যদি অনেক সমবয়সী বন্ধু থাকে তাহলে মনে হয় ভালো কাজ করবে না। তবে কিনা বেশি পড়া মনে থাকার থেকে ভালো বন্ধু থাকাটাই বোধ হয় বেশি দরকারি। তাও চেষ্টা করে দেখতে পারিস। আর, আমি এরকম একটা পড়া মনে রাখার পদ্ধতি বলেছি একথা কাউকে বলতে যাবি না।

আমি শীতের ছুটিতে বিশাখাপত্তনম যাব না ভেবেছিলাম, তারপর ভাবলাম চলেই যাই, তোদের সবার সাথে দেখা হবে। তোরা কী আসবি ? এলে খুব ভালো লাগত। আগে যা হয়েছে সেসব আর ভেবে কী হবে ? আসবি তো ?

আগে কত কথা হত, এখন তো আর কিছুই হয় না। তোরা মাঝে মাঝে আমার সাথে একটু কথা বলবি ? আমাকে বাইরে থেকে দেখে যতটা চুপচাপ বা গম্ভীর মনে হয় , আমি কিন্তু মনে মনে তার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলি। কোথায় কে ভুল বুঝবে, খারাপ ব্যবহার করবে, তাই সবাইকে এড়িয়ে যাই। সবার সাথে মিশতে গেলেও দেখছি সবাই আমাকে শুধু ভুল বুঝছে। তোরা দুজনে মিলে এতটা খারাপ ব্যবহার না করলেই পারতিস। কয়েকজন একসাথে বসে ঠান্ডা মাথায় অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান করা যায়। রাগের মাথায় অনেক সময় নিজেদের কাজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রন থাকে না। আমরা তিনজন তো ভাই বোন , নাকি ? তোরা হয়তো আমাকে সেরকম মনে করিস না , কিন্তু আমি তোদেরকে নিজের ভাই বা দিদির মতোই ভাবি । নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি করে কী লাভ বলতো ?
রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে অর্ধেক ঘুমের মধ্যে মনে হয় যা যা ভালো জিনিস , মজার জিনিস দেখলাম, জানলাম, সব কথা তোদেরকে বলি। কিন্তু বলার মতো পরিস্থিতি তো আর নেই।

খুব বাধ্য হয়ে digital চিঠি লিখছি, হাতে লেখা analog চিঠিকে সবাই খুব তির্যক ভঙ্গিতে দেখে। ভালো কথা লিখলেও খুব খারাপ ভাবে।

তোরা কেমন আছিস ? শুনলাম টুকাইর পড়ার চাপ খুব বেড়েছে।

তাতা